বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৪০২

তারিখঃ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র-৪

বিষয় : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহারের বাধা নিষেধ, সম্ভাব্য তহবিলের উৎস দাখিল না করার অপরাধে শাস্তি এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্বাচনি ব্যয় ও প্রচারণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ পরিপত্রে উল্লিখিত কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ২৯ বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী 'ফরম ২০' এ মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকতে হবে, যেমন:

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪কক (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৩। **প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তাঁর বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তার সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী নির্ধারিত 'ফরম-২১' এ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে এবং তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও উক্ত বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪। **তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং সম্পদ দায়ের বিবরণী ও রিটার্নের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উল্লিখিত বিবরণী এবং রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **সম্পূরক বিবরণী দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৪) দফা অনুসারে দাখিলকৃত 'ফরম-২০' এ বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনি রিটার্নের সাথে উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থ এবং যে উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত সম্পূরক বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

৬। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ:** কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হলো:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোন নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন না।

(২) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২)(আ) দফা অনুসারে নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন ব্যক্তি উক্ত লিখিতভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ মনোহারী সরঞ্জাম, ডাকমাশুল, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য খুচরা ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ (৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়, তাহাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাহার জন্য কৃত ব্যয়সহ ভোটার প্রতি ১০ (দশ) টাকা হারে অথবা মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা যাহা সর্বোচ্চ তাহার অধিক হইবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩ক) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশবিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) পোস্টার ছাপানো;

(খ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার অপেক্ষা বড় আকারের অথবা একাধিক রঙের ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ছাপানো;

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন;

(ঘ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে সাধারণ প্রচারে ০৩ (তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) ভোটগ্রহণের দিনের ০৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ;

(জ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা;

(ঝ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল ও স্পীডবোট ব্যবহার;

(ঞ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা;

(ট) বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ;

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বড় আকারের প্রতীক বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন;

(ড) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার;

(ঢ) নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার;

(ণ) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ছাউনি স্থাপন।

৭। **লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার:** সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর ৭ বিধি অনুযায়ী নির্বাচনি প্রচারণায় কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কার্যক্রম করতে পারবেন না:

(ক) কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন-রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোন দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোন যানবাহনে কোন প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবে না।

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড টাঙ্গানো বা লাগানো যাইবে না এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথ্য বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না:

(ঙ) ইলেকট্রোনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে। ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি X ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে। ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

(চ) উপবিধি (৫) এ যাহাই কিছু থাকুক না কেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে ছাপাইতে পারিবেন। উল্লিখিত ছবি Portrait আকারে হইতে হইবে এবং উহা কোন অনুষ্ঠান ও জনসভায় নেতৃত্বদান বা প্রার্থনারত অবস্থা বা ভঙ্গিমায় ছাপানো যাইবে না;

(ছ) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন "৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার" এর অধিক হইতে পারিবে না;

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না;

(ঝ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঞ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

৮। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস এবং নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হবে। অপরপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (৩ক) ও (৩খ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লংঘন বলে গণ্য হবে। ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক, ৪৪খ বা ৪৪গ এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

৯। **সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

১০। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮৭ক এর দফা (১) অনুসারে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোন সদস্য, যখনই বা যেখানেই তিনি এতদসম্পর্কে জানতে পারেন বা তার নজরে আসে তখন এবং সেইখানেই নিম্নলিখিত বস্তু বা কার্যক্রম অপসারণ করবেন বা অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন-

(ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার হইতে বড় আকারের প্রার্থীর কোন পোস্টার, প্রতিকৃতি বা প্রতীক;

(খ) কোন প্রার্থীর জন্য তৈরি ফটক বা তোরণ বা ঘেরা;

(গ) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্রার্থীর প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে সাধারণ প্রচারে ০৩ (তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে অথবা কোন পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস; অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস;

(ছ) নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জা;

(জ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এই প্রকার যে কোন স্থানে, অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা।

১১। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮৭ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণ:** আচরণ বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পূর্ব সময় বলতে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝায়। তাই নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাঁটানো পোস্টার তুলে ফেলাসহ উক্তরূপ যেকোন বস্তু সরিয়ে ফেলার জন্যও বলা হয়েছে।

১৩। **আচরণ বিধিমালা:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য পালনীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ **(পরিশিষ্ট-০১)** এর বিধানসমূহ পরিপালন করতে হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

১৫.১২.২৫
মোহাম্মদ মনির হোসেন
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৪০২

তারিখঃ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)
১৫. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২০. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২২. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৩. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৭. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩০. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,.......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৩৮. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

১৫/১২/২০২৫
মোঃ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-০১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১০, ২০২৫

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১০ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৪৪৪-আইন/২০২৫।—The Representation of the People Order, 1972 (P.O. No.155 of 1972) এর Article 91B তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়:—

(ক) ''কমিশন'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(খ) "জনসংযোগ" অর্থ সংসদ-সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়া;

(গ) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, উহার বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ঘ) ''নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল'' অর্থ The Representation of the People Order, 1972 এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল;

(ঙ) ''নির্বাচন'' অর্থ জাতীয় সংসদের সকল বা কোনো আসনে নির্বাচন;

(চ) ''নির্বাচনি এলাকা'' অর্থ কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দেশিত কোনো নির্বাচনি এলাকা;

(ছ) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোনো শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়;

(জ) ''প্রার্থী'' অর্থ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত কোনো ব্যক্তি;

(ঝ) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহার প্রার্থিতা The Representation of the People Order, 1972 এর Article 16 এর Clause (1) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা Clause (2) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই;

(ঞ) "ফেস্টুন" অর্থ কাপড় বা চটের তৈরি ফেস্টুন;

(ট) ''ব্যানার'' অর্থ প্রচার বা এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা কিংবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;

(ঠ) ''ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো'' অর্থ প্রচার বা এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যানার বা ফেস্টুন টাঙ্গাইয়া দেওয়া;

(ড) ''যথাযথ কর্তৃপক্ষ'' অর্থ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(ঢ) ''যানবাহন'' অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

(ণ) ''সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'' অর্থ প্রধানমন্ত্রী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ সমপদমর্যাদার ব্যক্তিবৃন্দ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্য, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোনো ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

৩। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনুসরণীয় বিধানাবলি।**—নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তিকে এই বিধিমালার বিধি ৪ হইতে বিধি ২৫ পর্যন্ত বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ও বরাদ্দ প্রদান।**—(১) কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান বা উপঢৌকন প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো প্রার্থী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন হইতে কোনো প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো প্রার্থী নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(৪) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোনো সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

৫। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, ইত্যাদি ব্যবহার।**—(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না।

(২) অন্য কোনো বিধিমালা বা নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।

৬। **জনসভা, পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান।**—নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলে প্রার্থী সমান অধিকার পাইবেন, তবে প্রতিপক্ষের জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণার পরিকল্পনা প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহা সমন্বয় করিবেন;

(গ) জনসভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবেন, তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে এবং জনসভার অনুমতি গ্রহণের লিখিত কপি স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে জমা দিতে হইবে;

(ঘ) কোনো প্রার্থী জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঙ) জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোনো স্থান, সড়ক, মহাসড়ক ও জনপথে জনসভা, পথসভা কিংবা কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ করিতে পারিবেন না এবং প্রার্থী বা দলের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা বা সভা-সমাবেশ করিতে পারিবেন না;

(চ) কোনো জনসভা অনুষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাধাদান করিলে বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসভার আয়োজকবৃন্দ পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং পুলিশ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ছ) কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশে কোনো প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান বা কোনো প্রকার প্রচার-প্রচারণা করিতে পারিবেন না।

৭। **লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার।**—নির্বাচনি প্রচারণায়—

(ক) কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন- রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোনো প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে, এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোনো যানবাহনে কোনো প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবে না, তবে অন্য কোনো স্থানে লিফলেট ও ব্যানার বা হ্যান্ডবিল টাঙ্গাইতে পারিবে;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড লাগানো যাইবে না, এবং উক্ত লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

(ঙ) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে এবং ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি × ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে, এবং ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

(চ) দফা (ঙ) তে যাহাই থাকুক না কেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে ছাপাইতে পারিবেন, এবং উল্লিখিত ছবি Portrait আকারে হইতে হইবে, এবং উহা কোনো অনুষ্ঠান ও জনসভায় নেতৃত্বদান বা প্রার্থনারত অবস্থায় বা ভঙ্গিমায় ছাপানো যাইবে না;

(ছ) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন "৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার" এর অধিক হইবে না;

(জ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইবে না;

(ঝ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঞ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ, এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

৮। **ভোটার স্লিপ ব্যবহার।**—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবেন, তবে কোনো ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজের মধ্যে উক্ত ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত ভোটার স্লিপ ১২ (বারো) সেন্টিমিটার × ৮ (আট) সেন্টিমিটার আকারের অধিক হইতে পারিবে না, এবং উহাতে প্রার্থীর নাম বা ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক বা ভোট প্রার্থনা করিয়া কোনো কথা বা এইরূপ ইঙ্গিতবহ কিছু উল্লেখ করিতে পারিবেন না;

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোনো ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবে না।

৯। **যানবাহন ব্যবহার, মিছিল ও শোডাউন।**—কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটরসাইকেল কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক বাহন সহকারে কোনো মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারে যানবাহন সহকারে কিংবা যানবাহন ব্যতীত কোনো ধরনের মশাল মিছিল করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারে কোন হেলিকপ্টার বা অন্য কোনো আকাশযান ব্যবহার করিতে পরিবেন না, তবে দলীয় প্রধান বা সমপর্যায়ের পদধারী এবং সাধারণ সম্পাদক বা উহার সমপর্যায়ের পদধারী ব্যক্তিগণ যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু এইরূপ যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোনো প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন, বিতরণ বা নিক্ষেপ করা যাইবে না;

(ঘ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবেন না, এবং রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) জনের অধিক ব্যক্তি গমন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে ও বাহিরে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ মোটরসাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক বাহন চালাইতে পারিবেন না;

(চ) নির্বাচনি প্রচারণা এবং ভোটগ্রহণের সময় কোনো প্রকার ড্রোন, কোয়াডকপ্টার (Quadcopter) বা এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১০। **মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান।**—কোনো প্রার্থী বা কোনো প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

১১। **দেওয়াল লিখন।**—কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো দেওয়ালে লিখিয়া বা অংকন করিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১২। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার।**—নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। **গেইট, তোরণ, প্যান্ডেল ও ক্যাম্প স্থাপন এবং আলোকসজ্জাকরণ।**—নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবে না, এবং চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো সামগ্রী স্থাপন বা কোনো স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোনো প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রচারণার অংশ হিসাবে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প অথবা কোনো নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(চ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৪। **বিলবোর্ড ব্যবহার।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে—

(ক) যে কোনো ধরনের বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে, তবে বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে;

(খ) কোনো প্রার্থী কোনো নির্বাচনী এলাকায় ২০ (বিশ) টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(গ) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না, এবং পরিবেশের ক্ষতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।

১৫। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিস্ফোরক বহন এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার।**—কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, অশালীন এবং আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, ক্যায়াং (প্যাগোডা), গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোনো সরকারি অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি বিনষ্ট করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;

(ঙ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ কোনো ধরনের অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর সংজ্ঞায় নিরূপিত অর্থে Firearms বা অন্য কোনো Arms, লাঠি বা দেশীয় কোনো ধারালো বা ভোঁতা অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না।

১৬। **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে সেই ক্ষেত্রে—

(ক) প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা দল বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন;

(খ) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(গ) ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর আধেয় (content) তৈরি ও প্রচার করিতে পারিবেন না;

(ঘ) প্রতিপক্ষ, নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা হয় এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড করিতে পারিবেন না;

(চ) সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করিতে পারিবেন না;

(ছ) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা সম্পাদন (Edit) করিয়া কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [Artificial Intelligence (AI)] দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোনো আধেয় (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।

১৭। **মাইক ও লাউড স্পিকার ব্যবহার।**—(১) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকায় একইসঙ্গে ৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রচারণার সময়কালে কোনো নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

(৩) নির্বাচনি প্রচারকার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অধিক হইতে পারিবে না।

১৮। **প্রচারণার সময়।**—কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩ (তিন) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না, এবং ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে নির্বাচনি প্রচারণা সমাপ্ত করিবেন।

১৯। **প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ।**—ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থী নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিবেন।

২০। **সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।**—সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ—

(ক) তাহাদের সরকারি কর্মসূচির সহিত কোনো নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না;

(খ) তাহাদের নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রার্থী কিংবা অন্য কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনাকক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না;

(ঘ) জাতীয় সংসদের কোনো শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোনো সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

২১। **নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি সুবিধা গ্রহণ।**—নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর—

(ক) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোনো স্থানে নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনোরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিত পারিবেন না;

(খ) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোনো দলীয় বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(গ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হইবার পূর্বেই তাহাকে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে।

২২। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা।**—(১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী The Representation of the People Order, 1972 এর Article 44B(3) তে নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন বিষয়ক কোনো কনটেন্ট তৈরি, বিজ্ঞাপন প্রদান, বুস্টিং ও স্পন্সরশিপসহ সকল প্রচারণা ব্যয় এর শিরোনামে সামগ্রিক নির্বাচনি ব্যয় এর সহিত নির্বাচন কমিশন বরাবর দাখিল করিবেন।

(৩) নির্বাচনি ব্যয় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে হইলে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে;

(৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় বিদেশি অর্থায়নে বিজ্ঞাপন প্রদান বা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

২৩। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, এবং কেবল ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা ঘুরাঘুরি করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য ও প্রতীক সংবলিত কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ, ব্যাজ বা এইরূপ কোনো কিছু পরিধান করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

২৪। **নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ ও আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা।**—প্রতীক বরাদ্দের পর পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার একই মঞ্চে সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে তাহাদের নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ এবং আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৫। **গণমাধ্যমে নির্বাচনি সংলাপ।**—নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধি টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচনি সংলাপে অংশ নিতে পারিবেন, তবে কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।**—(১) এই বিধিমালার যেকোনো বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে, এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনি তদন্ত কমিটি বা কমিশনের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যেকোনো নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে কমিশনের নিকট নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোনো অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন—

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবন।

(৪) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাচনি তদন্ত কমিটি The Representation of the People Order, 1972 এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবে।

২৭। **বিধিমালা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—The Representation of the People Order, 1972 এর Article 91B(3) মোতাবেক—

(ক) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল অনধিক ১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। **কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, Representation of the People Order, 1972 এর Article 91E এর বিধান মোতাবেক উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে, এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৯। **রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা।**—রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে এই মর্মে তফসিল-১ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিল করিবে।

৩০। **প্রার্থী কর্তৃক বিধিমালার বিধানসমূহ মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারনামা।**—কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হইলে তাহাকে তফসিল-২ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, তিনি এই বিধিমালার সকল বিধান মানিয়া চলিবেন এবং যদি তাহার বা তাহার কোনো সহযোগীর দ্বারা এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে, তিনি প্রচলিত আইন বা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮, তারিখ ৩ আশ্বিন ১৪১৫ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ দ্বারা জারীকৃত সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই বিধিমালার আওতায় কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।

তফসিল-১
(বিধি ২৯ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দল এবং দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থী "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫"এর সকল বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার দল বা দল কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রার্থী এই আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি, আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দলের মনোনীত প্রার্থী নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহেন।

রাজনৈতিক দলের নাম ও নিবন্ধন নম্বর: -----------

প্রতীক: ----------

সভাপতি বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারী / সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারীর স্বাক্ষর: ------

তফসিল-২
(বিধি ৩০ দ্রষ্টব্য)

আমি, ..., এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫" এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার বা আমার নির্বাচনি এজেন্ট বা আমার কোনো সহযোগী বা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি এই আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি, আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি কোনো নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহি।

প্রার্থীর নাম: -----------

স্বাক্ষর: ----------

প্রতীক: ----------

আসন: ---------

প্রার্থীর এনআইডি নম্বর: ---------

২ জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর:

১। ১ম সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর: ....

২। ২য় সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর: ....

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১১, ২০২৫

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৪৬৭-আইন/২০২৫।—Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নির্বাচন কমিশন, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি—

(ক) ৪ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত 'করা যাইবে না' শব্দগুলির পরিবর্তে 'করিতে পারিবেন না' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ৬ এর—

(অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত 'সকলে' শব্দের পরিবর্তে 'সকল' শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(খ) নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রদান করিতে হইবে এবং একই স্থানে ও একই সময়ে একাধিক দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহার সমন্বয় করিবে;';

(ই) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(ঘ) কোনো প্রার্থী জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;';

(গ) ৭ এর—

(অ) দফা (গ) তে উল্লিখিত ', তবে অন্য কোনো স্থানে লিফলেট ও ব্যানার বা হ্যান্ডবিল টাঙ্গাইতে পারিবে' চিহ্ন ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙ্গানো যাইবে না, এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;';

(ঘ) ৯ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "পরিবেন" শব্দের পরিবর্তে "পারিবেন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) ১৪ এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(খ) সংসদীয় আসনের প্রত্যেক ইউনিয়ন বা পৌরসভা বা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রতি একটি অথবা সমগ্র নির্বাচনি এলাকায় ২০ (বিশ) টি, যাহা অধিক হয়, ইহার অতিরিক্ত বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে না;';

(চ) ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

'(১) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে ৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।';

(ছ) ২৬ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত "পারিবন" শব্দের পরিবর্তে "পারিবেন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(জ) ২৭ এর—

দফা (খ) তে উল্লিখিত '১ (এক) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহের পরিবর্তে '১ (এক) লক্ষ টাকা' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd